ফটোশপে ফটো এডিটিং

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

একটি ভালো ছবির কিছু নির্দিষ্ট ফিচার থাকে। ভালো ফটোগ্রাফির জন্য এ ফিচারগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হয়। ফটোশপের মাধ্যমে খুব সহজেই এসব ফটোগ্রাফি ফিচারকে এডিট করা যায়। এ লেখায় দেখানো হয়েছে একটি ভালো ছবির কি কি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার থাকা প্রয়োজন এবং কিভাবে ফটোশপ ব্যবহার করে এ ধরনের ফিচার যোগ করা যায়। সাথে এ ধরনের এডিটিংয়ের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

DOF (ডেপথ অব ফিল্ড)

ডেপথ অব ফিল্ড সুন্দর ছবির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একটি ছবিতে তখনই ডেপথ অব ফিল্ড ইফেক্ট আছে বলা যায় যখন ছবির একটি অংশ ফোকাস হয়ে থাকে এবং আশপাশের অংশ ব্লার হয়ে থাকে। অর্থাৎ শুধু মূল অংশটাই ফোকাস হয়ে থাকবে। সাধারণত এ ধরনের ডেপথ অব ফিল্ডের জন্য ভালো মানের ক্যামেরা দরকার। ভালো ক্যামেরার সাথে ছবি তোলার ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকলে ছবিতে খুব সুন্দর ডেপথ অব ফিল্ড ইফেক্ট পড়ে এবং ছবি দেখতেও খুব আকর্ষণীয় হয়। তবে অনেক সময় ভালোভাবে এ ইফেক্ট পড়ে না। ফটোশপ দিয়ে খুব সহজেই লেন্স ব্লার এবং গ্র্যাডিয়েন্ট টুল ব্যবহার করে এ ইফেক্ট আনা সম্ভব। তবে খেয়াল রাখতে হবে সোর্স অর্থাৎ মূল ছবি যেনো অবশ্যই ভালো হয়, তা না হলে যত এডিট করা হোক না কেনো ফল খুব একটা ভালো আসবে না।

প্রথমে ছবিটি ফটোশপে ওপেন করুন এবং সবার আগে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের ডুপ্লিকেট করুন। কারণ মূল লেয়ারে যদি ভুল এডিট হয় তাহলে আবার শুরু থেকে কাজ করতে হবে। তাই এই ডুপ্লিকেট লেয়ারে এডিট করা হবে। এবার ফিল্টার>ব্লার>লেন্স ব্লার অপশনে গিয়ে প্রয়োজনমতো সেটিং ঠিক করে ইফেক্ট প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণভাবে যে সেটিং ব্যবহার করা উচিত তা এখানে দেয়া হলো। তবে প্রয়োজন অনুসারে এ সেটিং পরিবর্তন করতে হবে। শেপ হেপ্টাগন, রেডিয়াস ১৬, ব্লেড কার্ভেচার ৪৬, রোটেশন ১৪৪, থ্রেশোল্ড ৫৪, ডিস্ট্রিবিউশন গশিয়ান। এবার ফোরগ্রাউন্ডের কালার কালো এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার সাদা করুন। এবার গ্র্যাডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করে সেটিং একটু ঠিক করে নিতে হবে। গ্র্যাডিয়েন্ট ইফেক্টের শেপ সার্কুলার হবে, মোড নরমাল এবং অপাসিটি ১০০% থাকবে। এতে ছবির যে অংশ ফোকাসে রাখার দরকার নেই, সেই অংশ ব্লার হয়ে যাবে। তবে গ্র্যাডিয়েন্ট টুল অনেকভাবে ব্যবহার করা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের ব্লারিং ইফেক্ট পাওয়া যাবে। তাই ইউজার নিজের প্রয়োজন অনুসারে গ্র্যাডিয়েন্ট টুল ব্যবহার করবেন। যারা এ টুলের ব্যবহার সম্পর্কে ভালো জানেন না, তাদের জন্য ভালো হবে টুলটির বিভিন্ন অপশন একবার করে প্রয়োগ করে দেখা। কারণ একেক ধরনের সেটিংসের ইফেক্ট একেক ধরনের। তাই এটি সম্পূর্ণ ইউজারের ওপর নির্ভর করছে তিনি ছবিতে কেমন ইফেক্ট দিতে চান। তবে মূল সেটিংগুলো অর্থাৎ এখানে যে সেটিংগুলো বলা হয়েছে সেগুলো পরিবর্তনের খুব একটা দরকার নেই।

বোকেহ

ভালো ছবির আরেকটি গুণ হলো বোকেহ-এর পরিমাণ। কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড যখন ব্লার হয়ে যায়, তখন তাকে বোকেহ ইফেক্ট বলে। বোকেহ হলে ছবি দেখতে অনেক বেশি সুন্দর হয়, আর তাই প্রফেশনাল ফটোগ্রাফির অনেক বৈশিষ্ট্যের মাঝে একটি হলো কত সুন্দর বোকেহ হলো। আমরা জানি, ভালো মানের ক্যামেরার দাম সাধারণত ৪০-৫০ হাজার টাকার বেশি হয়ে থাকে, যদিও এরচেয়েও অনেক বেশি দামি ক্যামেরা আছে। কিন্তু এটা হয়তো অনেকেই জানেন না লেন্সের দামও ক্যামেরার মতো বেশি হতে পারে। আসলে বিভিন্ন ফিচারের সাথে ভালো মানের লেন্সের আরেকটি গুণ হলো কত সুন্দর বোকেহ করা যায়। যদিও বোকেহ করার জন্য বেশ কিছু সফটওয়্যার পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো রিয়েল বোকেহ হয় না। বিভিন্নভাবে বোকেহ এডিট করা সম্ভব। এখানে ফটোশপ সিএস৬-এর আইরিশ ব্লার ব্যবহার করে কিভাবে ওভাল বোকেহ করা যায় তা দেখানো হয়েছে।

প্রথমে একটি ছবি ফটোশপে ওপেন করে ফিল্টার>ব্লার>আইরিশ ব্লার সিলেক্ট করুন। চিত্র-১-এর মতো একটি মেনু আসবে। খেয়াল করলে দেখা যাবে ছবির মাঝখানে ওভাল আকৃতির কিছু অংশ সিলেক্ট হয়ে আছে। ইচ্ছে করলে এটি চিত্র-২-এর মতো ফ্রি ট্রান্সফর্ম করা যায়। প্রয়োজন অনুসারে সিলেকশন ঠিক করুন। লক্ষ করলে দেখা যাবে সিলেকশনের মাঝে কিছু সাদা ডট আছে। এগুলো হলো সিলেকশনের পিন। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেই সিলেকশনের ট্রান্সফর্মেশন করা যায়। এবার ব্লার ১৫ পিক্সেল এবং লিট রেঞ্জ প্রয়োজনমতো সেট করুন। তবে ব্লারের পরিমাণ যদি কম দরকার হয় তাহলে ১৫ পিক্সেলের জায়গায় ১০ পিক্সেল দেয়া যেতে পারে। সব সেটিং ঠিক করার পর ওকে বাটনে ক্লিক করলে প্রোগ্রেস বার আসবে। প্রোগ্রেস শেষ হয়ে গেলে ছবি সেভ করুন।

চিত্র-১

ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ

সচরাচর এডিটিংয়ের কাজে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ অনেক বেশি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মূল ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মুছে দিয়ে শুধু সাদা বা কালো বা এক কালার রেখে অথবা অন্য কোনো ইমেজ পেস্ট করে এডিট করা হয়। বিভিন্নভাবে এটি করা সম্ভব। এখানে কিভাবে লেয়ার মাস্কের সাহায্যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ যায় তা দেখানো হয়েছে।

ফটোশপের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো লেয়ার। এটি একাধারে ফটোশপকে যেমন ইউনিক করে তুলেছে, তেমনি এডিটিংয়ের কাজকে করে তুলেছে অনেক সহজ। ভিন্ন ভিন্ন লেয়ারে কাজ করার জন্য ছবির গঠন, ব্লেন্ডিং ইত্যাদির ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন লেয়ার ব্যবহার করে একাধিক ছবি মার্জ করাও সম্ভব। সাধারণত দেখা যায়, যারা ফটোশপে নতুন তারা ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল অথবা ক্যুইক সিলেকশন টুল ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের কাজটি করে থাকেন। কিন্তু লেয়ার মাস্ক দিয়ে আরও সূক্ষ্মভাবে কাজটি করা সম্ভব। আর সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমন সময়সাপেক্ষ। তাই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ বা অন্য কোনো লেয়ার নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিলেকশন টুল ব্যবহার না করাই ভালো। যদিও লেয়ার মাস্ক দিয়ে রিমুভের কাজটি করতে গেলে তা অটো সিলেকশনের থেকে কিছুটা বেশি সময় নেবে, কিন্তু এতে সিলেকশনের মান আরও ভালো হবে।

লেয়ার মাস্কের বেসিক কাজ হলো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নিয়ন্ত্রণ করে অপাসিটি বা একটি নির্দিষ্ট লেয়ারের ট্রান্সপারেন্সি। তাছাড়া লেয়ার মাস্ক দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট অংশ হাইড করে এডিট করাটা ইরেজার দিয়ে এডিট করার চেয়ে অনেক ভালো। কারণ ইরেজার দিয়ে কোনো অংশ মুছে ফেললে সব ক্ষেত্রে তা আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু লেয়ার মাস্ক তৈরি করে শুধু তা হাইড করে রাখলেই নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া ছবির বাকি অংশ দেখাবে। আবার প্রয়োজনমতো যেকোনো সময় লেয়ার মাস্ক আনহাইড করে ওই অংশটুকু ফিরিয়ে আনা যাবে।

প্রথমে অটো সিলেকশন টুল নিয়ে আলোচনা করা যাক। ম্যাজিক ওয়ান্ড, ক্যুইক সিলেকশন টুল এবং ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল হলো অটো সিলেকশন টুল। এই টুলগুলো খুবই কার্যকর, অনেক ক্ষেত্রেই এডিটিংয়ের কাজকে অনেক ▸

সহজ করে। কিন্তু অ্যাডভান্সড সিলেকশনের ক্ষেত্রে এগুলো দিয়ে খুব একটা ভালো ফল পাওয়া যায় না। এ ধরনের টুল দিয়ে এডিট করলে ছবিতে মাঝেমধ্যেই কিছু pixellated edges বা artefacts দেখা যায়। এসব টুল এমন সব অ্যালগরিদমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে এগুলো কালার ভ্যালুর ওপর নির্ভর করে পিক্সেল সিলেক্ট করে। তবে প্লেন ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে নিঃসন্দেহে এসব টুল খুবই কাজে দেয়। কিন্তু যখন জটিল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে তখন এসব টুল আর ভালো কাজ করে না। লেয়ার মাস্ক দিয়ে এ রিমুভের কাজটি করলে অটো সিলেকশন টুল থেকে অনেক ভালো ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া শার্প এজ, সফট এজ যেমন– পশুর রোম যদি একসাথে থাকে তাহলেও মাস্ক লেয়ার অনেক ভালো ফল দেয়।

যেকোনো একটি ছবি ওপেন করে প্রথমে শুধু অবজেক্টের একটি লেয়ার তৈরি করুন। এটি সবসময় করা ভালো। এবার নতুন লেয়ারের একটি মাস্ক তৈরি করুন। লেয়ার মাস্ক তৈরি করার জন্য লেয়ারটিকে সিলেক্ট করে উপরের আইকনগুলো থেকে লেয়ার মাস্কের আইকনে ক্লিক করলেই মাস্ক তৈরি হয়ে যাবে। এবার ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে এর হার্ডনেস সফট করে নিন। হার্ডনেস ঠিক করার অপশনটি তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য মাউস পয়েন্টার ক্যানভাসের যেকোনো জায়গায় নিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করুন। ফোরগ্রাউন্ড কালার কালো সিলেক্ট করা অবস্থায় ছবির অবজেক্ট ছাড়া বাকি অংশ পেইন্ট করুন। অর্থাৎ যে অংশ থাকবে সেই অংশ ছাড়া বাকি সব কিছু পেইন্ট করুন। ছবি এডিট করার জন্য ১৩ পিক্সেলের সফট এজের ছোট ব্রাশ ব্যবহার করা ভালো। যদি সিলেকশনের সময় একটু ভুল হয়ে যায়, তাহলে Cntrl+Z চেপে আনডু করা যাবে। তবে এতে শুধু একটি ধাপ আনডু হবে। একাধিক ধাপ আনডু করতে হলে Cntrl+Alt+Z চাপতে হবে। এবার পলিগনাল ল্যাসো টুল সিলেক্ট করে সে অংশজুড়ে সাদা কালার করে আশপাশের ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে কালো কালার দিয়ে ফিল করলেই ওই সিলেক্টেড ব্যাকগ্রাউন্ড মুছে যাবে। এভাবে শর্টকাটে সিলেক্ট করা যায়। সিলেকশনে রাইট ক্লিক করে ফিল পাথ সিলেক্ট করলেই ফিল করা যাবে। মনে রাখা উচিত ব্রাশের সাইজ যত ছোট হবে তত সূক্ষ্মভাবে এজ সিলেক্ট করা সম্ভব হবে।

চুলের মতো কোনো অংশ থাকলে সেটি সিলেক্ট করা বেশ জটিল একটি কাজ। এক্ষেত্রে ব্রাশের সাইজ বাড়িয়ে নিয়ে আরও বেশি ফেদারের এজ পাওয়া সম্ভব।

সিলেকশন

সিলেকশন ছবি এডিটিংয়ের খুবই প্রয়োজনীয় একটি টুল। ছবির যেকোনো এলিমেন্টকে আলাদা করতে চাইলে বা আলাদাভাবে এডিট করতে চাইলে সিলেকশন টুলের দরকার হয়। সিলেকশন অনেকভাবে করা যায়। ফটোশপে টুল হিসেবে তিনটি সিলেকশন টুল আছে। যেমন– ল্যাসো টুল, পলিগনাল ল্যাসো টুল এবং ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল। যদিও এ তিনটি টুলের মূল কাজ একই, কিন্তু এগুলো ভিন্নভাবে কাজ করে। সাধারণ ল্যাসো টুল হলো ফ্রি হ্যান্ড টুল। অনেকটা পেন্সিল দিয়ে ড্রইং করার মতো। পলিগনাল ল্যাসো টুল সবসময় সরল রৈখিকভাবে কাজ করে। যেকোনো ধরনের বক্স বা প্লেন সারফেস বা এমন কিছু যার সারফেস রৈখিক ধরনের অবজেক্ট সিলেক্ট করতে

চিত্র-২

পলিগনাল ল্যাসো টুল বিশেষভাবে উপযোগী। আর ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল একটু ভিন্নভাবে কাজ করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুঁজে বের করে ক্যানভাসের কোথায় কালারের পার্থক্য আছে। যেখানে কালারের পার্থক্য আছে সেখান দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলেক্ট হয়ে যায়। এই টুলটি ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে মাউস পয়েন্টার ধীরে ধীরে নাড়াতে হবে। তা না হলে ক্যালকুলেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং সারফেস পাবে না, তাই ভুল সিলেকশন হবে। ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল দিয়ে সিলেক্ট করার সময় সাধারণত ক্লিক করার দরকার হয় না। মাউস পয়েন্টার যেখান দিয়ে নেয়া হয় সেখান দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলেকশন হয়ে যায় এবং কতগুলো পয়েন্ট তৈরি হয়। তবে ইউজার চাইলে ইচ্ছেমতো জায়গায় ক্লিক করে পয়েন্ট তৈরি করে নিতে পারেন। ওই পয়েন্টগুলোই হলো সিলেকশনের পরিধি।

সিলেকশনের জন্য আরও একটি চমৎকার অপশন আছে। সিলেক্টস্কালার রেঞ্জ অপশনটি দিয়ে যেকোনো একই কালারের সব অবজেক্ট সিলেক্ট করা যায়। যদি অবজেক্টের ধার নিয়মিত না হলে ল্যাসো টুলগুলো দিয়ে সিলেক্ট করা বেশ কষ্টসাধ্য এবং অনেক সময়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে কালার রেঞ্জ দিয়ে অল্প সময়ে সিলেকশনের কাজটি করা সম্ভব। কালার রেঞ্জ দিয়ে সিলেক্ট করার সময় দুটি অপশন থাকে। একটি লোকালাইজড কালার ক্লাস্টার এবং অপরটি ফাজিনেস। ফাজিনেস বাড়িয়ে বা কমিয়ে খুব সহজেই কালারের রেঞ্জ বাড়ানো বা কমানো যায়। আসলে এটি অনেকটা ব্রাইটনেসের মতো কাজ করে। নিচের প্রিভিউ দেখলেই এটি সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝা যাবে। আর লোকালাইজড কালার ক্লাস্টার দিয়ে একটু ভিন্ন রেঞ্জের কালার অথবা একই কালার রেঞ্জের শুধু একপাশের অংশকে সিলেক্ট করা যায়।

সিলেকশন, কালার রিমুভ বা রিফাইন, ব্যাকগ্রাউন্ড এডিটিং, টোন এডিটিং ইত্যাদি অনেক ধরনের বিষয় আছে, যা প্রায় সব ধরনের এডিটিংয়ে ব্যবহার করা হয়। তাই ভালো এডিটিংয়ের জন্য এসব পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন কজ

ফিডব্যাক : wahid_cseaust@yahoo.com